

## 283410 - পৰিব্ৰান্তার ক্ষেত্ৰে ওয়াসওয়াসা এবং এ থেকে পৰিব্ৰান্তের উপায়

### প্ৰশ্ন

আমি ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ুর সমস্যায় ভুগে আসছি। প্ৰায় সময় আমি শুচিবায়ুৰ কাৱণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি যে, আমাৰ ওযু ছুটে গৈছে; নাকি যায়নি। এৱে এ নিয়ে আমি নিজেৰ সাথে ঝগড়া কৰতে থাকি। যখন আমি পাকস্থলিতে কিছু শব্দ শুনতে পাই তখন আৱে বেশি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে- এ শব্দেৰ কোন ধৰ্তব্য নেই। কিন্তু কিছু শব্দ পায়ুপথেও হয়ে থাকে। আমি যা থেকে মুক্ত হতে পাৱছি না। এ ধৰণেৰ ক্ষেত্ৰে কি কোন সমস্যা আছে; নাকি এতে ওযু ভেঙ্গে যাবে? সবসময় ওযু কৱা সহজ কাজ নয়; বিশেষতঃ আমি যখন ইউনিভাসিটিতে থাকি বা বাসাৰ বাহিৱে থাকি। কাৱণ এৰ জন্য অনেক সময় প্ৰয়োজন হয়। আমাকে হিয়াব খুলতে হয়, মোজা খুলতে হয়। এছাড়া নিৰ্বাঙ্গটে আমাৰ ইবাদত পালন বাধাগ্ৰস্ত হয়। তবে, কাৰ্যত যদি আমাৰ ওযু ভেঙ্গে গিয়ে থাকে সেক্ষেত্ৰে আমাৰ ওযু কৰতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, আমি ওয়াসওয়াসাৰ কাৱণে অবসাদগ্ৰস্ত হয়ে পড়েছি। আমাৰ শুধু মনে হয় যদি আমাৰ ওযু না ভেঙ্গে থাকে, কিন্তু আমি পুনৰায় ওযু কৱলাম এতে তো কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি যদি নামায ছেড়ে না দেই, আমাৰ নামায যদি কৱল না হয়। কেননা আমি ধাৰণা কৰতেছি আমাৰ ওযু আছে। কিন্তু, বাস্তবে হয়তো আমাৰ ওযু নেই। আমি খুবই উদ্বিগ্ন, আল্লাহ্ কি আমাৰ তওৰা ও আমাৰ ইবাদত কৱল কৱবেন; নাকি কৱবেন না। উদাহৰণতঃ সম্প্রতি আমি জেনেছি যে, ওযুৰ ক্ষেত্ৰে আমাৰ একটা ভুল হত সেটা হচ্ছে- শুধু শাহাদাত আঙুল দিয়ে কানেৰ ছিদ্ৰ পৰিষ্কাৰ কৱলে হবে না; গোটা কান পৰিষ্কাৰ কৰতে হবে। এৱে থেকে আমি সঠিকভাৱে সেটা কৱে আসছি। কিন্তু, আমি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আমাৰ আগেৰ ওযু ও নামাযেৰ ব্যাপারে; এই ভুলেৰ কাৱণে না জানি কৱল না হয়। আমি বুৰাতে পাৱছি যে, আমি বাধ্যগত শুচিবায়ুতে আক্ৰান্ত। কখনও কখনও নামাযেৰ মধ্যে আমাৰ এমন কিছু উড়ট চিন্তা ও চোখেৰ সামনে কিছু উড়ট চিৰ ভেসে উঠে; যেগুলো নিয়ে আমি চিন্তা কৰতে চাই না। আমাৰ মনে হয়, এগুলো আমাৰ নামায নষ্ট কৱে দিল। সুনিৰ্দিষ্টভাৱে নাপাকিটা কী? ধুলা? চুল? পায়খানার গন্ধ?

### প্ৰিয় উত্তৰ

এক:

আপনাৰ জন্য উপদেশ হচ্ছে- আপনি নামাযে কিংবা নামাযেৰ বাহিৱে সন্দেহকে মোটেই ভ্ৰক্ষেপ কৱবেন না। আপনি সন্দেহকে একেবাৰেই বৰ্জন কৱণ। এতে আপনি কোনৰূপ দ্বিধা কৱবেন না, বিচলিত হবেন না। আপনি সঠিক ও সতোৱ উপৱ আছেন। বৰং আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৰ নিৰ্দেশ পালন কৱছেন। যখন এক ব্যক্তি তাঁৰ কাছে অভিযোগ কৱলেন যে, তাৱ কাছে মনে হয় যে, সে নামাযেৰ মধ্যে কিছু একটা পাচ্ছে। তখন তিনি বললেন: সে যেন শব্দ শুনা কিংবা গন্ধ পাওয়া ছাড়া নামায না ছাড়ে। [সহিহ বুখারী (১৩৭) ও সহিহ মুসলিম (৩৬১)]

এ কথাৰ দ্বাৰা উদ্দেশ্য হল- ওযু ভাঙ্গাৰ ব্যাপারে পৰিপূৰ্ণ নিশ্চিত হওয়া ছাড়া (নামায না ছাড়া)।

অতএব, সন্দেহ কিংবা কল্পনা ধর্তব্য নয়। পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া আপনি নামায ছাড়বেন না। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ। আপনার নামায শুন্দ। এমনকি বাস্তবে যদি ওয়ু ভেঙে গিয়ে থাকে তবুও।

তবে, কোন মুসলিম যদি পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হয় যে, সে ওয়ু ছাড়া নামায আদায় করেছে এবং নামাযের ওয়াক্ত যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে ব্যক্তি ঐ নামাযটি পুনরায় আদায় করে নিবেন। যদি এটা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তায় না পৌঁছে তাহলে তার নামায সহিহ। এতে কোন অসুবিধা নেই।

দুই:

কান মাসেহ করার মাসযালাতে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে: এটা কি ওয়াজিব; নাকি মুস্তাহব। জমহুর আলেমের মতে, এটি মুস্তাহব; ওয়াজিব নয়। হাস্বলি মাযহাবের আলেমগণের মতে, ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কানদ্বয় মাসেহ করেনি তার ওয়ু শুন্দ।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (১/৯৭) বলেন: খাল্লাল বলেছেন: আবু আব্দুল্লাহ থেকে তারা প্রত্যেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে কানদ্বয় মাসেহ করেনি তার ওয়ু শুন্দ হবে।[সমাপ্ত]

অতএব, যে ব্যক্তি কানদ্বয় মাসেহ করেনি কিংবা কিছু অংশ মাসেহ করেছে তার ওয়ু জমহুর আলেমদের মতে, সহিহ এবং এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। অতএব, আপনি পূর্ববর্তী নামাযগুলো নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ্ সে নামাযগুলো সহিহ।

ওয়াসওয়াসাকে প্রতিরোধ করা, এর প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা এবং ওয়াসওয়াসার কুমন্ত্রণা অনুযায়ী কর্ম না করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন, দোয়া করুন এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।

এরপরেও যদি আপনার ওয়াসওয়াসা দূর না হয় এবং আপনার জন্য বিষয়টি কষ্টকর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে একজন নির্ভরযোগ্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিব। কারণ বাধ্যগত ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায় (OCD) একটি পরিচিত রোগ; যার চিকিৎসার প্রয়োজন। সেটা ট্যাবলেট গ্রহণ করার মাধ্যমে হোক কিংবা বিশ্বস্ত কোন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে আচরণগত বিশেষ কোন চিকিৎসার মাধ্যমে হোক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।